সলিল দত্তের
বৈপ্লবিক
ছবি

খুঁজে বেড়াই

শ্রীমতী গীতালি দত্ত প্রযোজিত

গীতালি পিকচার্সের নিবেদন

খুঁজে বেড়াই

(A)

[প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য]

কাহিনী, চিত্রনাট্য, পরিচালনা : সলিল দত্ত

সংগীত : রবীন চট্টোপাধ্যায়

গীতরচনা : গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ॥ চিত্রগ্রহণ : বিজয় ঘোষ ॥ সম্পাদনা : অমিয় মুখার্জী ॥ শিল্প-নির্দেশনা : সত্যেন রায়চৌধুরী ॥ শব্দগ্রহন : বাণী দত্ত, অতুল চ্যাটার্জী, নৃপেন পাল ॥ রূপসজ্জা : বসির আমেদ ॥ পটশিল্প : কবি দাসগুপ্ত ॥ সংগীতগ্রহণ ও শব্দ পুনর্যোজনা : শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥ নৃত্য-পরিকল্পনা : ববি দাস ॥ পরিচয় লিখন : দিগেন ষ্টুডিও ॥ আলোক-সজ্জা : রমা ইলেকট্রিকস ॥ স্থির-চিত্র : তরুণ গুপ্ত (পিকস্ ষ্টুডিও) ॥ কর্মসচিব : নিতাই সিংহ ঃ সন্দীপ পাল ॥ ॥ প্রচার অঙ্কন : ডিজাইন, এস, স্কোয়ার, রতন বরাট, অনুপ কর্মকার, পালিত, ভবানীপুর লাইট হাউস, প্রচার সচিব : নিতাই দত্ত ॥ প্রচার উপদেষ্টা ঃ শ্রীপঞ্চানন

● নেপথ্য কণ্ঠ-সংগীতে : হেমন্ত মুখার্জী, আরতি মুখার্জী ও মান্না দে ●

॥ সহকারীবৃন্দ ॥ পরিচালনায় : বিজন চক্রবর্তী, শ্রীকান্ত গুহঠাকুরতা ॥ চিত্রগ্রহণে : পঙ্কজ দাস ॥ সম্পাদনায় : জয়দেব দাস ॥ শিল্প-নির্দেশনায় : শশাঙ্ক সান্যাল ॥ শব্দগ্রহণে : ইন্দু অধিকারী, রবীন সেন ॥ রূপসজ্জায় : বটু গাঙ্গুলী ॥ সাজসজ্জায় : কার্তিক লেঙ্কা ॥ ব্যবস্থাপনায় : তিনু বণিক ॥ আলোক-সম্পাতে : হরেন গাঙ্গুলী, অভিমন্যু দাস, সুধীর সরকার, অবনী নস্কর ও সুদর্শন দাস, সন্তোষ সরকার, দিলীপ ব্যানার্জী ॥ পরিস্ফুটনে : অবনী রায়, তারাপদ চৌধুরী, অবনী মজুমদার, মোহন চ্যাটার্জী।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : এস, এস, কে, এম হসপিটাল ॥ কলিকাতা পুলিস কর্তৃপক্ষ ॥ ইণ্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন ॥ ফ্রেঞ্চ মোটরস ॥ জি, এস, ব্রাদার্স ॥ শ্রীরাম সিং (পার্ক হোটেল) ॥ অমিতাভ রায় ॥ সমীর ঘোষ ॥ রায়পুর ক্লাব। পাইওনিয়ার টিউবওয়েল ইণ্ডাষ্ট্রিজ ॥ গলফ্ ক্লাব অধিবাসীবৃন্দ ॥ মেহের চাঁদ দাঁ ॥ অর্দ্ধেন্দু মুখার্জী ॥ নিশীথ কুমার সিংহ ॥ অসিত এ্যাণ্ড অসিত ॥

রবীন্দ্রনাথের "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা" গানটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে।

শ্রীদাশরথী চৌধুরীর তত্ত্বাবধানে ক্যালকাটা মুভিটোন ষ্টুডিওতে গৃহীত এবং আর, বি মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ॥

emati Minu Chatterjee

ম্যাস। কলিকাতা-১৩

কাহিনী

এ গল্পের নায়ক শঙ্কর। শঙ্কর ব্যানার্জী।

আপনি আমি যাকে বলি আধুনিক যুগ, সেই আধুনিক যুগের অশান্ত যুব-মানসিকতা আর ব্যর্থতার প্রতীক হ'লো আমাদের এই নায়ক।

মানুষ হয়ে বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল আমাদের এই তরুণ নায়ক। ব্রিটীশ আমলে যাকে আমরা 'গোলাম-খানা' বলতাম, স্বাধীন আমলে সে যে কত বেশি 'গোলাম-খানা' তার পরিচয় পেতে শঙ্করের দেরী হ'লো না।

একটি অবাধ্য ছাত্রের হয়ে দলবদ্ধভাবে শঙ্কর প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়েছিল শাস্তি প্রত্যাহারের দাবী নিয়ে। কিন্তু এই তথাকথিত 'দলবাজি' তাকে গুরুতর অপরাধী করে তুললো। বিশ্ববিদ্যালয়ের অনার্স পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হবার পর দেখা গেলো, প্রিন্সিপ্যালের ভাইপো পেয়েছে ফিজিক্সে ফার্ষ্ট ক্লাস, আর কলেজের প্রথম হওয়া ছাত্র শঙ্কর পেয়েছে সেকেণ্ড ক্লাস।

এ 'গোলাম-খানা'র এমনই কোড্ আর এমনই নিয়মকানুন যে সেকেণ্ড ক্লাস পেলে বা নম্বরের একটু হেরফের হ'লে উচ্চ-শিক্ষার দরজা চিরকালের মতো বন্ধ হয়ে যায়। একটা ধাক্কা খেল শঙ্কর। মনের এই দারুণ জ্বালা ও মুসড়ে পড়া ভাবটাকে সে তার আশে পাশের মানুষের কাছ থেকে গোপন রাখার চেষ্টা করলো। আশে পাশের মানুষ বলতে তার বাবা আর তার দাদা। অবশ্য আরো একজন ছিল,—সে সীমা ;—তার বান্ধবী।

বাবার কাছ থেকে শঙ্করের আশা করার কিছুই ছিল না। শঙ্কর জানতো, তার বাবা মস্ত বড় অফিসার হয়েও নিয়মিত ঘুষ নেন, কন্ট্রাক্টরদের পয়সায় একটু আধটু মদ্যপানও করেন। মনোমত একটা বাড়ি তৈরী করাই যাঁর জীবনের একমাত্র স্বপ্ন, তাঁর কাছে ছেলেরা ছিল নিতান্তই অপাংক্তেয়। তাই যথেষ্ট টাকা থাকা সত্ত্বেও দাদা বিজয়কে রাঁধুনি-ঝি'র মতই সংসারের ভাত রেঁধে আর ঘর ঝাঁট দিয়ে দিন কাটাতে হতো।

এ হেন দাদা বিজয়কেও বাবা একদিন বাড়ি থেকে বের করে দিলেন, কারণ দাদা একটা অসামাজিক বিয়ে করে এক অসহায়া মেয়েকে বাঁচিয়ে ছিল।

একটা খোলার বস্তিতে অত্যন্ত চরম অবস্থায় দিন কাটাতে লাগলো শঙ্করের দাদা।

কিন্তু সকলের চোখ এড়িয়ে গেলেও শঙ্করের মুসড়ে পড়া ভাবটা কিছুতেই সীমার চোখ এড়াতে পারল না। শঙ্করের ভবিষ্যৎ নষ্ট হয়ে গেল জেনে আশাহত হলো সীমা। তবে কী পঙ্গু মা'কে নিয়ে, ওই বড়লোক ভূপতি সরকারের লোভী চোখের দৃষ্টি আর ঘৃণ্য সাহায্যের মধ্যেই তাকে সারাজীবন কাটাতে হবে?

নিজের কথা, সীমার কথা, সবকিছু ভেবেই সাহসে বুক বাঁধলো শঙ্কর। মরিয়া হয়ে শঙ্কর অসম্ভবের পথে এক সম্ভাবনাকে খুঁজে বেড়াতে লাগলো, একটা সম্মান-জনক চাকরী। ফল,—ক্লান্তকর এক অবসাদ আর চরম হতাশা। সামান্য গাড়ি ধোয়ার কাজ করে বস্তির খোলার ঘরেতেই এক সুন্দর শান্তির সংসার গড়ে তুলেছিল শঙ্করের দাদা। আর সেই দেখেই শঙ্কর আবার নতুন করে জীবনে বাঁচার পথ খুঁজে পেল। সীমাকে নিয়ে সে দাদার মতই এমনই সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন কাটাবে ভাবলো।

কিন্তু সীমার কাছে চরম ধাক্কা খেল শঙ্কর। সীমা বললে,—"গাড়ি ধোয়ার কাজে গৌরবের কিছু নেই। তোমার মত ছেলে শুধু আমাকে পাবার জন্যে জীবনের এ্যামবিসনকে এভাবে ছোট করতে পার না—নষ্ট করতে পার না। তার চেয়ে যে ভাবে হোক, যেমন ভাবেই হোক আগে নিজেকে প্রতিষ্ঠা কর।"

এ্যামবিসন্! শঙ্করের হাসি পেল; সীমার মুখ থেকে সেই মুহূর্তে এ্যামবিসন কথাটা শুনে তার মনে হলো,—এ্যামবিসন্ আর লোভ, এই দু'য়ের মধ্যে যেন বিশেষ পার্থক্য নেই। আর সঙ্গে সঙ্গে সীমার ওপর থেকে তার শ্রদ্ধা যেন হারিয়ে গেল। নিজের প্রতিও যেন তার ঘৃণা হতে লাগলো। সমস্ত শ্রদ্ধা আর বিশ্বাস সে হারালো এই পৃথিবীর ওপর, তার জন্মদাতার ওপর।

একটা অসহায়ত্ব, একটা ভীরুতা, একটা হতাশা। একটা ব্যর্থতা যেন সেই মুহূর্ত থেকে শঙ্করের মনটাকে দহন করতে লাগলো। একটা অন্ধকার যেন ভীষণ ভাবে ক্রমেই তাকে গ্রাস করতে চাইলো। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে শঙ্কর একটা আলোকের আশায় উন্মাদের মত পথ খুঁজে বেড়াতে লাগলো।

কিন্তু.....

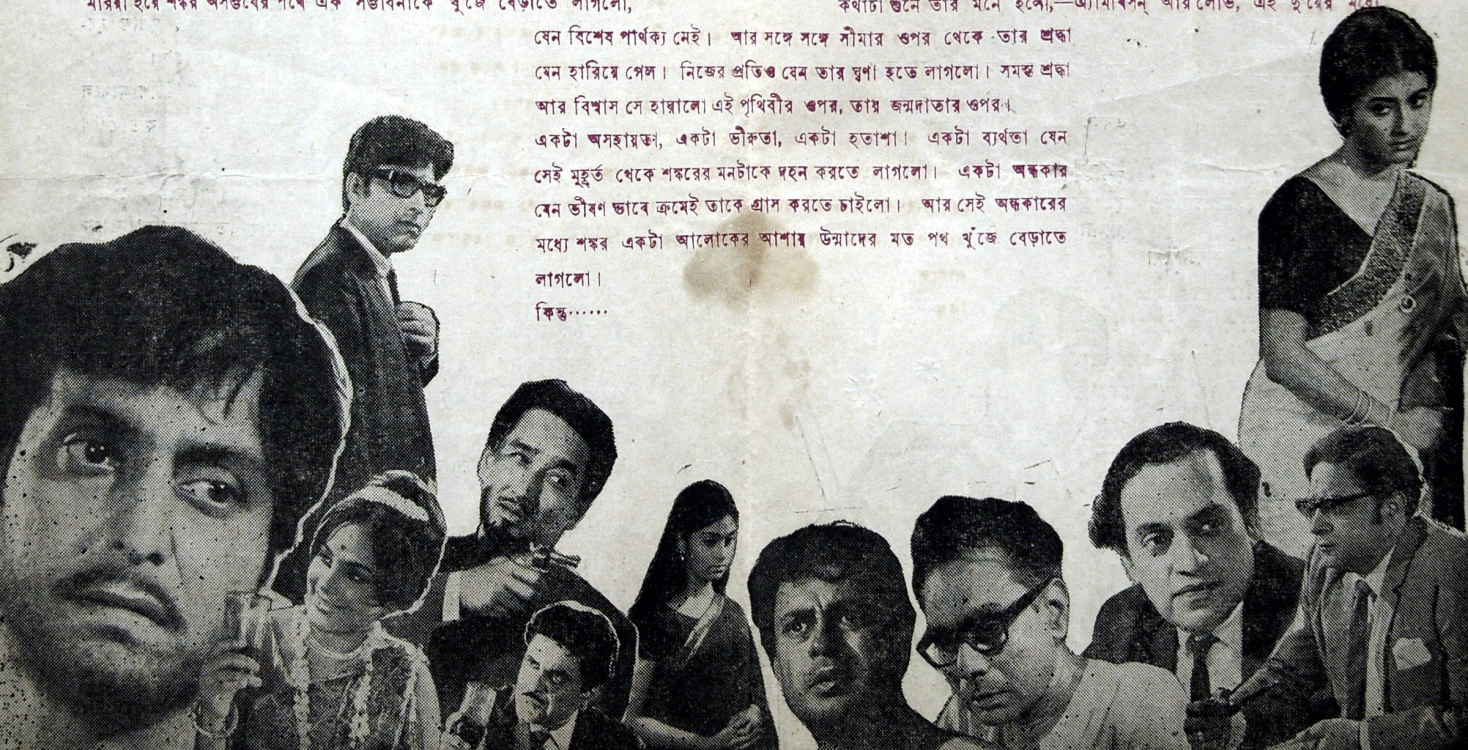

সংগীত

(১)

জানি না স্বপ্ন সত্যি
হয় কি হয়না।
শুধু এই জানি ফুলে সয় কাঁটা
মনে সে কখনো সয়না।
এমন তোমায় দিয়েছি।
তোমার আকাশ তারাদীপ জলে
আঁধার আমার রয় না।
তোমার ও হাত ধরেছি
তোমাকে আপন করেছি
আমার স্বপ্ন ভুল হয়ে যাবে
ভুলেও ত' মন কয়না।

(২)

একটু আরো সরেই না হয় আসলে গো,
একটু আরো ভালোই না হয়
বাসলে গো
সুন্দরী মরি মরি তন্বি গো
দু'চোখে জেলেছ কি বহ্নি গো।
কিসের বহ্নি ধন্যি তুমি তন্বি গো
বলনা বলনা বলনা
ভালই তো হয় স্বপ্ন-খেয়ায়
ভাসলে গো।
সঙ্গিনী দেখি একি রঙ্গে গো
বিজলী ঝলে সে ঐ অঙ্গে গো
কিসের ভঙ্গি সঙ্গিনীও রঙ্গিনী
বলনা বলনা বলনা
একটু না হয় বাঁকা চোখেই
হাসলে গো।।

(৩)

ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে
আগুন জ্বালো
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই
পথের আলো
দুন্দুভিতে হ'লরে কার আঘাত শুরু
বুকের মধ্যে উঠলো বেজে গুরু গুরু
পালায় ছুটে সুপ্তি রাতের স্বপ্নে দেখা
মন্দ ভালো।

নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক্
দিলে কি
দেখতে তোমায় না যদি পাই
নাই বা দেখি
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে
চাওয়া পাওয়া
ভাবনাতে মোর লাগিয়ে দিলে
ঝড়ের হাওয়া
বজ্র শিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে
সাদা কালো।।

(৪)

না না চলে যেওনা
যেতে চেওনা
লগন লাগার সাঁঝে মন নিয়ে
চলে যেওনা
পরদেশী বঁধুয়া গো
মন না দিলে যদি
এই মন নিয়ে কেন করগো ছলনা
নিঠুর দরদী বলনা
চাঁদিনীরাত বলে পিয়া সঙ্গ হোলনা
রসিক নাগর তুমি
চলে যাবে বোল ন
প্রেমশিখা হয়ে
মনদীপে জ্বলনা।।

রূপায়ণে: **সৌমিত্র চ্যাটার্জী॥ অপর্ণা সেন॥ অনিল চ্যাটার্জী॥ জুঁই ব্যানার্জী॥ বিকাশ রায়॥ তরুণকুমার॥ উৎপল দত্ত॥ দিলীপ রায়॥ এন, বিশ্বনাথন॥ শোভা সেন॥ অমরনাথ মুখার্জী॥** অশোক মুখার্জী॥ আনন্দ মুখার্জী॥ সুনীলেশ ভট্টাচার্য॥ বিনয় লাহিড়ী॥ যোগেশ সাধু॥ জ্যাম বড়ুয়া॥ বিপ্লব চ্যাটার্জী॥ অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য॥ শক্তি চ্যাটার্জী॥ রঞ্জিত বসু॥ রমেন পাল॥ অরুণ পাল॥ সুভাষ সোম॥ কার্তিক মণ্ডল॥ অরুণ পাল॥ রঞ্জিৎ শেঠ॥ বিমল মিত্র॥ মণি সিনহা॥ মৃণাল নাগ॥ মৃত্যুঞ্জয় মুখার্জী॥ শচীন মুখার্জী॥ মহম্মদ আব্বাস॥ বিনয় লাহিড়ী॥ দিলকুমার॥ নিমাই দত্ত॥ মানু॥ শঙ্কর চক্রবর্তী॥ ৺বৈজুরাম॥ অসিত॥ মণি চ্যাটার্জী॥ জ্যোৎস্না ব্যানার্জী॥ ঝুমা মুখার্জী॥ সীমা রায়॥ গীতা প্রধান॥ মিস্ পলিনা

মুক্তি আসন্ন !

রবীন্দ্রনাথ প্রোডাকসন্স নিবেদিত

সলিল দত্তের ছবি

স্ত্রী

বিমল মিত্রের

জনপ্রিয় উপন্যাস অবলম্বনে

প্রযোজনা

উত্তমকুমার

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়

নবাগতা

আরতি ভট্টাচার্য

সংগীত ডাঃ নচিকেতা ঘোষ

এস. বি. ফিল্মস্ পরিবেশিত

অন্যান্য ভূমিকায় : ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুনকুমার, সুলতা চৌধুরী ও অন্যান্য ।

এস. বি. ফিল্মসের প্রচার ও জন-সংযোগ দপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত এবং সুমুদ্রণ, ১০৪, অখিল মিস্ত্রী লেন, কলিকাতা-৯ থেকে মুদ্রিত।

● পরিকল্পনা ও সম্পাদনা : শ্রীপঞ্চানন ●